দৈনিক সংবাদ
তারিখ 18 APR 1998 পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

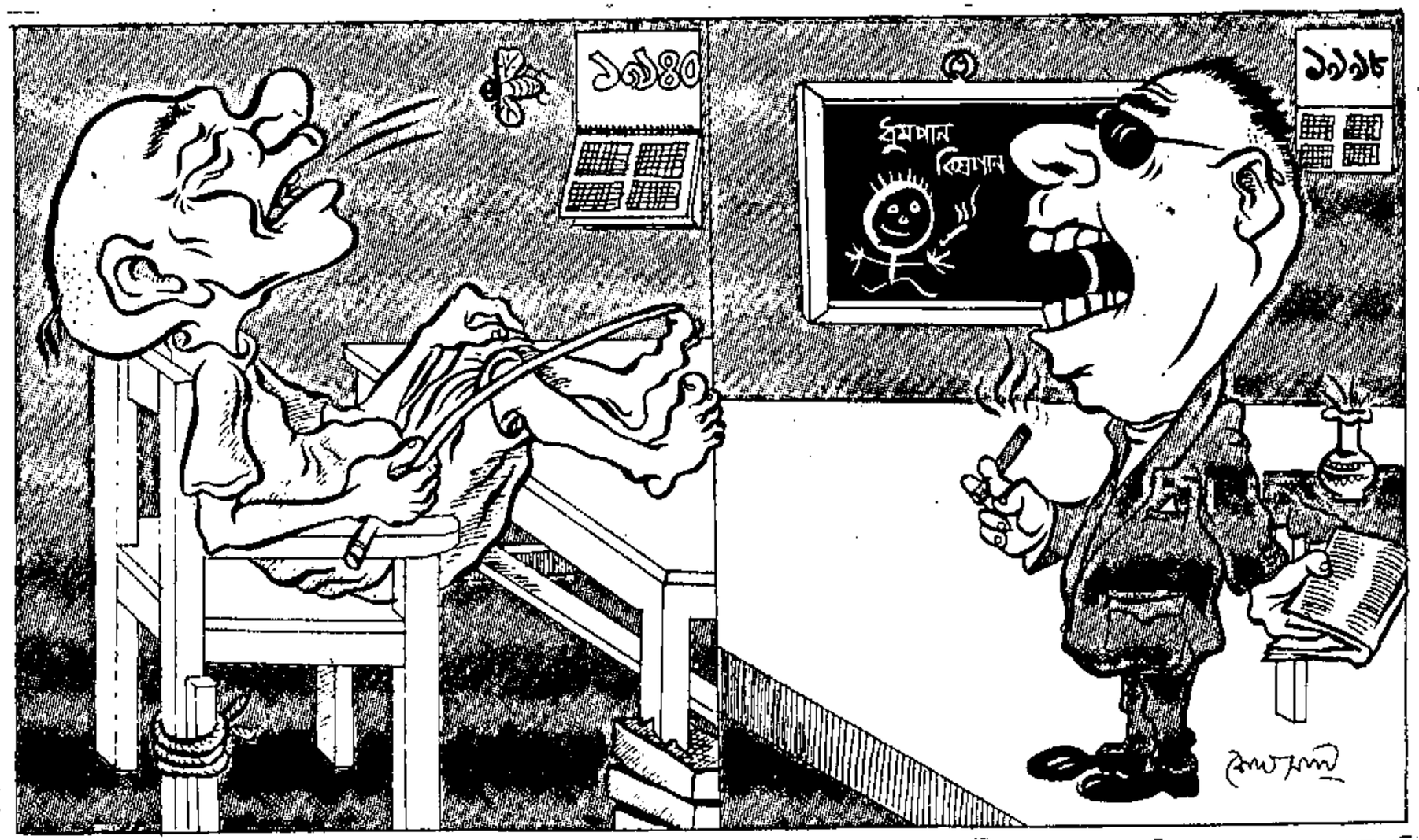

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, সেকাল-একাল

বিশেষ প্রতিবেদন

শিহাব সুমন

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক। সেকাল আর একাল, এ দু'সময়ের চিত্রের ভেতর বিস্তর ফারাক। '৫০-এর দশকের সাথে '৯০-এর দশক যেন একেবারেই বেমানান। আগে শিক্ষকরা ছিলেন ছাত্র-অন্তপ্রাণ। ছাত্ররাও শিক্ষকদের দেখতো বাবার মতো। একটা ভয় ও শ্রদ্ধা মেশানো দূরত্ব কাজ করতো ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ভেতর। কিন্তু বর্তমান সময়ে এসে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কেন যেন অনেকটা হালকা হয়ে গেছে। শিক্ষকরাও এখন আর শুধু পাঠদানে ব্যস্ত থাকেন না। আরও হাজারটা মিটিং, সেমিনারে তাদের সময় দিতে হয়। ফলে ছাত্র-শিক্ষকের ভেতর তৈরি হয়েছে একটা দূরত্ব। কেন এই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা? এ প্রশ্ন নিয়ে আমরা ক্যাম্পাস-এর পক্ষ থেকে মুখোমুখি হয়েছিলাম দেশের বিশিষ্ট তিনজন শিক্ষাবিদের। যারা এক সময় ছাত্র ছিলেন, পরবর্তীকালে তারাই আবার শিক্ষক হিসেবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। ফলে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের এই পরিবর্তন তারা প্রত্যক্ষ করেছেন একেবারে কাছ থেকে। আসুন শোনা যাক তাদের মূল্যায়ন।

আতিকুল হক চৌধুরী

নাট্যকার, নির্দেশক ও শিক্ষক নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আমরা যখন ছাত্র ছিলাম সে সময় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের প্রেক্ষাপট ছিল বর্তমান অবস্থার তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্নতর। ছাত্র-শিক্ষক পরস্পরের ভেতর ছিল একটি মধুর আত্মীয়তার সম্পর্ক। অবশ্য এর পেছনে কারণও ছিল। তখন ছাত্রসংখ্যা ছিল এখনকার তুলনায় অনেক কম। সন্ত্রাসী রাজনীতি থেকে মুক্ত ছিল শিক্ষাঙ্গন। সমাজে শিক্ষকের অবস্থানও ছিল অনেক মর্যাদাপূর্ণ।

তবে বর্তমানে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কেমন? এর উত্তরে এক কথায় শুধু 'ভাল' বা 'ভাল নয়' একটু বলে শেষ করে দেয়া যায় না। এখানে শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার পরিবেশ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক প্রেক্ষাপটটি অবশ্যই বিচার্য। সাধারণভাবে এখনও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক মোটামুটি ইতিবাচকই বলা যায়। কিন্তু নেতিবাচক যে অবস্থা তার জন্য বিশেষভাবে দায়ী ছাত্র-শিক্ষক নয়- রাজনীতি, রাজনীতি এবং রাজনীতি। জীবনের সামগ্রিক সত্য রাজনীতির চেয়ে বড় হতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে সমগ্র জীবনকেই দেখা হচ্ছে রাজনীতির চোখে। বর্তমানে একজন শিক্ষক শুধু জ্ঞানী-গুণী আদর্শ শিক্ষক হিসেবেই সকল ছাত্রছাত্রীর শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারেন না। তেমনি একজন ছাত্র শুধু পড়াশোনায় ভাল বলেই সব সময় সব ক্ষেত্রে সকল শিক্ষকের স্নেহভাজন হতে পারেন না। কোন্ ছাত্র, কোন্ শিক্ষক কোন্ রাজনৈতিক দলের প্রিয়ভাজন সেটাও কোন কোন ক্ষেত্রে বিচার্যের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

তাছাড়া সত্যি বলতে কি এই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় ... সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই। একজন সামরিক ও সরকারি কর্মচারী যে সুযোগ-সুবিধা পান একজন জ্ঞানী-গুণী শিক্ষক তা থেকে বঞ্চিত। এই হতাশা অবদমনের জন্য, সবাই নয়, কোন কোন শিক্ষকের যদি ক্লাস ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা থাকে, থাকে যদি বাড়তি অর্থ উপার্জনের জন্য অন্যত্র ছুটোছুটি করার প্রবণতা- তাহলে কতটা দায়ী করা যায় তাদের? সমাজের এক শ্রেণীর বিত্তবান টাউটদের দেখাদেখি ছাত্ররাও যদি কম বিদ্যায়, কম সময়ে কম পরিশ্রমে অধিক উপার্জনের প্রতিযোগিতায় মত্ত হয় তাহলে তাদের কতটা দোষ দেয়া যায়? কারণ সমাজে আজ জ্ঞানের চেয়ে অস্ত্রের জোর, অর্থের জোরই অনেক বেশি। বর্তমানে ছাত্র রাজনীতির কারণে কোন কোন ছাত্রনেতার ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও উপরের মহলে যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি থাকায় শিক্ষকরাও তাদের কিছুটা সমীহ করে চলতে বাধ্য হন। কারণ তাদের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিও অনেকাংশে নির্ভর করে ঐসব ছাত্রদের হাতে রাখার উপর। দুঃখ, ক্ষোভ, ক্রোধ ছাত্র-শিক্ষক উভয়কেই কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। বর্তমানে শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতা, মেধা, প্রতিভা ও সততার মাপকাঠিতে শিক্ষক-ছাত্রের বিচার ততটা হয় না, যতটা হয় পরস্পরের রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি, পরস্পরের ব্যক্তিগত স্বার্থকে কতটা চরিতার্থ করতে পারে তার উপর। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি সৃজনশীল গবেষণা, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়, সমাজে শিক্ষকতাকে যদি সত্যিই মহৎ পেশা হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয় এবং ডিগ্রি পাবার সাথে সাথেই যদি ছাত্রছাত্রীরা বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে সুদৃঢ় জীবন গড়ার প্রতিশ্রুতি পায় তাহলে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক সুন্দর হতে বাধ্য।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের সময় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক একটি সামন্ততান্ত্রিক আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছিল। সে সময় শিক্ষক-ছাত্রের ভেতর খুব একটা নৈকট্য ছিল, একথা বলা যাবে না। বরং ভয় ও শ্রদ্ধা মেশানো একটা দূরত্ব ছিল। তখন একেকটি ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বিশ-পঁচিশ জনের বেশি হতো না। ফলে শিক্ষকের সাথে ছাত্রের পরিচয় ছিল নিবিড়।

বর্তমানে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ভেতর আগের মত আর আনুগত্য নেই। সম্পর্ক অনেকটা গণতান্ত্রিক ধরনের। তবে গোছালো গণতন্ত্র নয়। অনেকটা আমাদের দেশের গণতন্ত্রের মত অবস্থা। আগে লেখাপড়ার উপর ছাত্রদের গুরুত্ব ছিল বেশি। আমরা সবগুলো টিউটোরিয়াল ক্লাসে নিয়মিত অংশ নিতাম। এর উপরই ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করত। আর বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের ভেতর এক ধরনের অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। তারা জানে না বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বেরিয়ে তারা কি করবে? ফলে তারা লেখাপড়ায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

লেখাপড়ার দিকে বেশি আগ্রহের কারণে আমরা নিজ বিভাগ ছাড়াও অন্যান্য বিভাগের শিক্ষকদেরও চিনতাম। আর এখনকার ছাত্ররাতো নিজ ডিপার্টমেন্টের অনেক স্যারকেই চেনে না। এখনকার মত আমাদের সময় এত নির্বাচনের বালাই ছিল না। ফলে শিক্ষকদের ভেতরেও ছিল না কোন বিভক্তি। এখন এই শিক্ষক রাজনীতি দলীয় রূপ নিয়েছে। অনেক ছাত্রই বর্তমানে শিক্ষকদের মূল্যায়ন করে দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে।

আমাদের সময় ক্যাম্পাস ছিল অনেক ছোট। ফলে শিক্ষকদের সাথে সারাদিনই আমাদের দেখা হতো। আর পরিবেশটাও ছিল শিক্ষার অনুকূলে। সেসন জটতো আমাদের সময় কল্পনাই করা যেতো না। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ভেতর একটা গতিময়তা ছিল। অপরদিকে বর্তমানের স্থবির পরিবেশের প্রভাব ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ভেতরেও পড়েছে।

আগে শিক্ষকদের দেখা হতো মডেল হিসেবে। বর্তমানে ছাত্ররা আর শিক্ষকদের জীবনের আদর্শ হিসেবে ভাবে না। সে সময় প্রত্যেকটি ছাত্রের ভেতর গড়পড়তা কিছু ছাত্রসুলভতা পাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমানে দেখা যায় একটা ক্লাসে হয়তো মাত্র পাঁচজন ছাত্রের আগ্রহ আছে স্যারের লেকচারের দিকে।

টিউটোরিয়াল ক্লাসগুলোতে আমরা স্যারদের কাছাকাছি আসার সুযোগ পেতাম। বর্তমানে ছাত্রদের তো টিউটোরিয়াল ক্লাসে সেভাবে পাওয়াই যায় না। স্যাররা নিয়মিতভাবে আমাদের নোট, খাতা এগুলো দেখে দিতেন। তাছাড়া হলের সাহিত্য প্রতিযোগিতাগুলোতেও বিচারক হিসেবে আমরা স্যারদের পেতাম। কিন্তু বর্তমানে আর এ ব্যাপারগুলো দেখা যায় না।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

সভাপতি, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র

আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন শিক্ষক-ছাত্রের ভেতর যে একটা সীমা আছে, সে ব্যাপারে সবাই সজাগ ছিলাম। স্যারদের সাথে কোন ধরনের ইয়ার্কি কিংবা ফাজলামিরতো প্রশ্নই আসে না। সর্বদাই শ্রদ্ধাবোধের একটা ব্যাপার আমাদের ভেতর কাজ করত।

তখনকার মেধাবী ছাত্রদের সামনে ভাল করার প্রচুর সুযোগ ছিল। ফলে ছাত্ররাও পড়াশুনায় যথেষ্ট মনোযোগী ছিল। কিন্তু এখনকার মেধাবী ছাত্ররা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আমলা কিংবা শিল্পোদ্যোক্তা হচ্ছে। শিক্ষকতা পেশায় বেতন এত কম যে, তা মেধাবী ছাত্রদের এই পেশায় নিতে পারছে না। মেধাবী ছাত্ররা এ পেশায় না আসার কারণে বর্তমানে শিক্ষকদের যোগ্যতাও অনেক কমে গেছে। আর এখনকার ছাত্রদের যোগ্যতাও আগের চেয়ে কমে গেছে। এই পুরো ব্যাপারটিরই প্রভাব পড়েছে বর্তমান ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের উপর।

মূল্যবোধের অবক্ষয় বর্তমান ছাত্রদের স্পর্শ করেছে চরমভাবে। যা বড় তাকে কি করে সম্মান করতে হয় তা জানা নেই এখনকার অনেক ছাত্রের। ছাত্রদের এই ব্যাপারগুলো শেখাবারও কেউ নেই। আর শিক্ষক-ছাত্র উভয়েই এই বর্তমান অবস্থায় শিকার। এর জন্য অবশ্য এককভাবে কেউ দায়ী নয়।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের বর্তমান এই পরিবেশের সূচনা হয় '৬০-এর দশক থেকে। যখন প্রথম এদেশে বৈদেশিক সাহায্য আসতে শুরু করে। সুলভ অর্থের উপর সারা জাতি ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পর এই মানসিকতা আরও প্রবল হয়। এবং সেই সাথে আরও কয়েকটি ছোট ছোট নতুন সুযোগ এসে জাতির সামনে ধরা দেয়। জাতীয় লুণ্ঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ফলে সে সময় মানুষ ন্যায়, অন্যায়, শ্রেয়, গর্হিত বিচার করতে ভুলে যায়।

আমাদের ছাত্রজীবনে গৃহ শিক্ষকতা বা প্রাইভেট টিউশনের কোন রেওয়াজ ছিল না। বর্তমানে গৃহশিক্ষক প্রথার ফলে ছাত্র-শিক্ষকের শ্রদ্ধার সম্পর্কের জায়গায় একটি লেন- দেনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।